LACTURE NOTE FOR SEM -4 SANSKRIT HONS STUDENTS

TEACHERS`NAME- ARPITA PRAMANIK

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-1-5-20

PAPER-CC-10

TOPIC-WORLD AND SANSKRIT LITERATURE

FRIEDRICH MAXMUELLER

ম্যাক্সমুলারের পরবর্তী অংশ

সর্বপ্রধান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থও ‘ধর্মপদ’ও পালি থেকে ম্যাক্সমুলারের দ্বারা অনূদিত হয়ে এই গ্রন্থমালার দশম খন্ডের প্রথম ভাগে অন্তর্ভুক্ত হয় । মহাযান বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ‘সুখাবতী ব্যূহ’ ‘বজ্রছেদিকা’ ও ‘প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্রে’র ম্যাক্সমুলারকৃত অনুবাদ এই গ্রন্থমালার ঊনপঞ্চাশতম খন্ডের দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হয় । ‘আপস্তম্ব’ ও ‘যজ্ঞপরিভাষাসূত্র’ নামে স্মৃতি গ্রন্থের ম্যাক্সমুলারকৃত অনুবাদ গ্রন্থমালার ৩০তম খন্ডের দ্বিতীয়ভাগ রূপে প্রকাশিত হয় ।

ম্যাক্সমুলার ইংল্যান্ডে ও ইংরাজী ভাষার তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের প্রবর্তক । **‘সেক্রেড্ বুকস্ অব্ দি ইষ্ট’** নামক গ্রন্থমালার সম্পাদন দ্বারা তিনি বিশ্ববিদ্যার এই শাখাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন । ১৮৮৩ খ্রী. কেমব্রীজে সংস্কৃতের উপযোগীতা সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতামালা **‘‘India What Can I Teach Us`** নামে প্রকাশিত হয়।

যৌবনকাল থেকেই ম্যাক্সমুলার দর্শনের মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। যৌবনের এই দর্শনানুরাগ নিয়ে তিনি হিন্দুদর্শন বিশেষভাবে বেদান্তদর্শন খুবভালোভাবে অধ্যয়ণ করেন । ১৮৯৪ খ্রী. বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে তাঁর একটি বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ খ্রী. প্রকাশিত **“Six systems of Indian Philosophy``** নামক ৬০০ পৃষ্ঠা সমন্বিত বিরাট পুস্তকে তিনি হিন্দু ষড়দর্শন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন। এই গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন চিন্তার ক্রমবিকাশ আলোচনা করে তিনি দেখান কীভাবে ভারতীয় দর্শন ভারতীয় জাতির ব্যক্তিজীবনে প্রতিফলিত।

১৮৯৮ খ্রী. ম্যাক্সমুলার রামকৃষ্ণের বাণী ও জীবনী নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন । এই পুস্তকে রামকৃষ্ণের উপদেশাবলী আলোচনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় এই পুস্তকে তিনি লিখেছেন যে বেদান্তকে বাস্তবজীবনে রূপায়িত করতে পারলে কী পরিমাণে পবিত্রতা, সারল্য ও নিঃস্বার্থপরতা অর্জন করতে পারা যায়-শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন তার

মূর্ত দৃষ্টান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই পুস্তক রচনার পূর্বে ১৮৯৬ খ্রী. ম্যাক্সমুলার অক্সফোর্ডে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । স্বয়ং সুপন্ডিত স্বামী বিবেকানন্দ ম্যাক্সমুলারের ভারতবিদ্যাসম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা ও মানসিক শক্তি দেখে অতিশয় মুগ্ধ হন । ম্যাক্সমুলারের ভারতানুরাগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন--**''ম্যাক্সমুলার ভারতবর্ষকে যে পরিমাণ ভালোবাসেন আমি আমার মাতৃভূমিকে তাহার শতাংশ ভাগ ভালোবাসিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতাম।''**

ম্যাক্সমুলারের সাথে অন্যান্য ইউরোপীয় ভারতবিদ্ পন্ডিতদের এক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। এইসব পন্ডিতেরা ভারত-বিদ্ প্রেমিক ছিলেন কিন্তু কেউই প্রায় ভারত প্রেমিক ছিলেন না। আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এইসব পন্ডিতদের শবদেহ ব্যবচ্ছেদকের সাথে তুলনা করে লিখেছেন---**''তাহারা এই মৃত জাতির শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহা হইতে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া আনন্দ বা কৌতুক বোধ করিয়া থাকেন কিন্তু এই শবদেহের স্পর্শ তাঁহাদের পক্ষে কতটা প্রীতিপ্রদ হয় তাহা বলিতে পারি না। আচার্য মোক্ষমুলার কিন্তু ইহাকে ঠিক শবদেহ ভাবিতেন না । অন্ততঃ এই দেহের ধমণীগুলির মধ্যে এককালে রক্তপ্রবাহ সঞ্চালিত হইত এবং ইহার হৃৎপিন্ড এককালে প্রাণের শক্তিযোগে স্পন্দিত হইত, ইহা তিনি বুঝিতেন এবং বাক্যের ও কার্যের দ্বারা তাঁহার সেই মনোভাবের পরিচয় দিতেন। সুতরাং আমরা সেই স্বর্গগত আচার্যের নিকট চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।''**

ম্যাক্সমুলার শুধু প্রাচীন ভারত নয় নবীন ভারতকেও ভালোবাসতেন। সমসাময়িক বহু ভারতবাসীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত ১৮৪৫ খ্রী. প্যারীতে তাঁর পরিচয় ঘটে। কবিগুরুর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ম্যাক্সমুলারকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের সঙ্গেও তাঁর বেশ হৃদ্যতা ছিল। **'Auld lang syne namly `** নামক গ্রন্থের ২য়খন্ডে(১৮৯৯) ''আমার ভারতীয় বন্ধুগণ'' নামক শীরোনামে ম্যাক্সমুলার অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, নীলকন্ঠ গোরে, কেশবচন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে

ম্যাক্সমুলার বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রী. ২৭ শে সেপ্টেম্বর ব্রিস্টলে রাজার পঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানিবেদন করতে গিয়ে ম্যাক্সমুলার নিজেকে রাজার একজন অকপট অনুগামী বলে বর্ণনা করেন। এই ভাষনটি তাঁর রচিত **''Biographical Essays ``**নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অক্সফোর্ডে সংস্কৃত পুস্তকাকীর্ণ তাঁর অধ্যয়ণ কক্ষটি দেখিয়ে তিনি বলতেন যে, ওই কক্ষে বসে সংস্কৃত চর্চা করতে করতে তিনি বারাণসীবাসের আনন্দ উপভোগ করেন। শ্বেতকায় অপরাধীদের বিচার কোনো কৃষ্ণকায় ভারতীয় বিচারকদের দ্বারা করানো যাবে না ভারতে তদানীন্তনকালে প্রচারিত এই বৈষম্যমূলক আইনটি তুলে দেবার জন্য রিপণের সময়ে সরকারীভাবে একটি বিল উত্থাপিত হয় । এর নাম 'ইলবার্ট বিল' । এই সময়ে ম্যাক্সমুলার সুপ্রসিদ্ধ 'টাইমস্' পত্রিকায় এই বিলের সমর্থনে এক পত্র লেখেন। দেখা যাচ্ছে যে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই ভারত-বিদ্বেষীরা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন।

ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণের উষাকালে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র প্রকাশ ও তার মহিমা কীর্তন দ্বারা ম্যাক্সমুলার এই আন্দোলনকে পরোক্ষ প্রেরণা দান করেন । ভারতবাসী ম্যাক্সমুলারের অক্লান্ত মহিমা প্রচারে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। অতীত গৌরব সম্বন্ধে সচেতনতা জাতীয় জাগরণের পক্ষে অপরিহার্য। ম্যাক্সমুলারের মৃত্যুর পর মণীষী রমেশচন্দ্র দত্ত ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এক শোকসভায় ভারতে জাতীয় জাগরনে ম্যাক্সমুলারের রচনাবলীর প্রভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। ম্যাক্সমুলারের এই সুগভীর ভারতপ্রেমের প্রতিদান দিতে ভারতবাসী কার্পণ্য করেননি। 'ম্লেচ্ছ' ম্যাক্সমুলার ভারতবাসীর নিকট **''ভট্ট মোক্ষ মূলর''** আখ্যা প্রাপ্ত হন। ঋগ্বেদের আখ্যাপত্রে **''ভট্ট মোক্ষমূলর''** নামটিই ম্যাক্সমুলার কতৃক বাবহৃত হয়েছে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি **'শব্দকল্পদ্রুম'**-এর সম্পাদক রাধাকান্ত দেব ম্যাক্সমুলারকে **''কলিযুগের বেদব্যাস''** বলে অভিহিত করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ম্যাক্সমুলার সাতিশয় উদার হৃদয় বন্ধু ও সজনবাৎসল ছিলেন। ইংল্যান্ডে ভারতীয় ছাত্ররা সর্বদাই তাঁর স্নেহের ছায়ায় অশ্রয় পেত। ম্যাক্সমুলার যদিও নিছক সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন না তবুও তিনি সর্বদাই ছাত্রদেরকে সংস্কৃতশিক্ষায় উৎসাহী করতেন।

অক্সফোর্ডে আগত তিনজন জাপানী ছাত্রকে ভারতবিদ্যা তথা সংস্কৃত চর্চায় দীক্ষা দেন। Bunyiu Nanjio নামে এক ছাত্র কয়েকশত চীন ভাষান্তরিত সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত করেন। এইগুলি খ্রী. প্রথম শতাব্দী থেকে আরও কয়েক শতক পর্যন্ত সংস্কৃত থেকে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। দ্বিতীয় জন কেনজু কাসাহারা সংস্কৃতে লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থগুলির পরিভাষা সংকলন করেন। এই পরিভাষাগুলির সম্পাদক ম্যাক্সমুলার প্রবর্তিত ''য়্যানেকডোটা অক্সনিয়নসিয়া'' গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। তৃতীয় জন তাকাকসু চৈনিক পর্যটক ইৎসিং এর ভারতভ্রমণ বৃত্তান্ত ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ম্যাক্সমুলারের চেষ্টায় তাঁর একজন শিষ্য জাপান থেকে ১৮৮০ খ্রী. একটি 'প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র'-এর সংস্কৃত পুঁথি উদ্ধার করেন। এটি জাপানের একটি মন্দিরে খ্রীষ্ট্রীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে রক্ষিত হয়ে আসছিল। তালপত্রে দুখন্ডে রচিত একটি পুঁথি ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে ভারতে বসে লিখিত হয়। ভারত থেকে চীনের মধ্য দিয়ে এই পুঁথি ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোনোভাবে জাপানে এসে পৌঁছেছিল।

পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাক্সমুলারকে নানভাবে সম্মানিত করেন । মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁর স্বামী প্রিন্স কনসর্ট এলবার্ট , জার্মান সম্রাট ফ্রিড্‌রিখ, সুইডেন ও রুমাণিয়ার রাজা , তুরস্কের সুলতান প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়ক ও বিশ্বের বহু বরেণ্য ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। প্রুশিয়া ও ইটালীর সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেন।

১৯৯০ খ্রী. ২৮সে অক্টোবর অক্সফোর্ডে মনীষী ম্যাক্সমুলার পরলোক গমন করেন। স্থানীয় সেন্ট মেরী গির্জায় হোলিওয়েল সমাধিক্ষেত্রে তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়।

....